নালে। সুইজারল্যান্ডের একটি
ভারেস্ট শৃঙ্গ বিজয়ের প্রস্তুতি
ন চারজন মহিলাও ছিলেন।
দলে যোগ দিল। কিন্তু
যাগ দিলেই তো আর এভারেস্ট
তর মুঠোয় চলে আসে না।
বা একটু অসুস্থ হয়ে পড়ল।
মন একজনকে শৃঙ্গ-আরোহী
লটির জন্যেই ঝুঁকির কারণ
তা ঝুঁকি নিতে চাইলেন না,
পমবাকে না নেবার সিদ্ধান্ত
পীড়াপীড়িতে কোনো কাজ
বেইস-ক্যাম্পে রেখে শৃঙ্গ-
চলল। কিন্তু পেমবা তো
বইস-ক্যাম্পে বসে থাকার
বিদায় হবার পর পেমবা
র পথে পা বাড়াল। এই
ী পদক্ষেপের ফলেই ১৯
পেমবার এভারেস্ট শৃঙ্গ
র মতো সফল হলো।

ার সাথে আমার যখন
য় করেছে, মা হয়েছে।
লে 'ক্লাইম্ব হাই' নামে
দি হিমালায়ান কিংডম'
তিষ্ঠান চালাচ্ছে। যশ
মবাকে এখন স্বাচ্ছন্দ্য
দিয়েছে। কাঠমান্ডুর
একদিন পেমবার

বাড়িতে অতিথি হলাম। বাড়ির সামনে দেয়াল-ঘেরা বাগানে পেমবার দু'বছরের ফুটফুটে মেয়ে সাইকেল চালাচ্ছিল। মেয়ে ঘেমে গেছে বলে পেমবা তাকে নিয়ে শাওয়ারে ঢুকল। তারপর মেয়েকে গোসল করিয়ে সাজুগুজু করিয়ে পেমবা ড্রইংরুমে এসে আমাদের আলাপে যোগ দিল।

আমি পেমবাকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার মেয়ের বয়সে তুমি যখন নামচে বাজারের পথে দৌড়াদৌড়ি করে ঘেমে যেতে, তখন কে তোমাকে স্নান করাতো?

পেমবা বলল, তখন বছরে আমার একদিন স্নান হয়েছে কিনা সন্দেহ।

কেন জানি না আমার মুখে প্রশ্ন এলো, তুমি কি চাও যে তোমার মেয়ে বড় হয়ে পর্বতারোহী হোক?

পেমবা জোরে মাথা নেড়ে বলে, না, মোটেই না। কাঠমান্ডু শহরে শিশুকাল কাটলে কি কেউ পর্বতারোহী হয়!

আমি প্রতিবাদের সুরে বলি বড় বড় শহরে শিশুকাল কাটানোর পরও তো পশ্চিমা দেশের অনেক মানুষ ভালো পর্বতারোহী হয়।

পেমবা বলে, সে তো অন্য ধরনের পর্বতারোহণ। শেরপাদের পর্বতারোহণ আরাধনার মতো। সেটা কেবল পাহাড়ের কোলে বেড়ে উঠলেই হওয়া সম্ভব। ■

সিতারা

রম্য গল্প

আহসান হাবীব

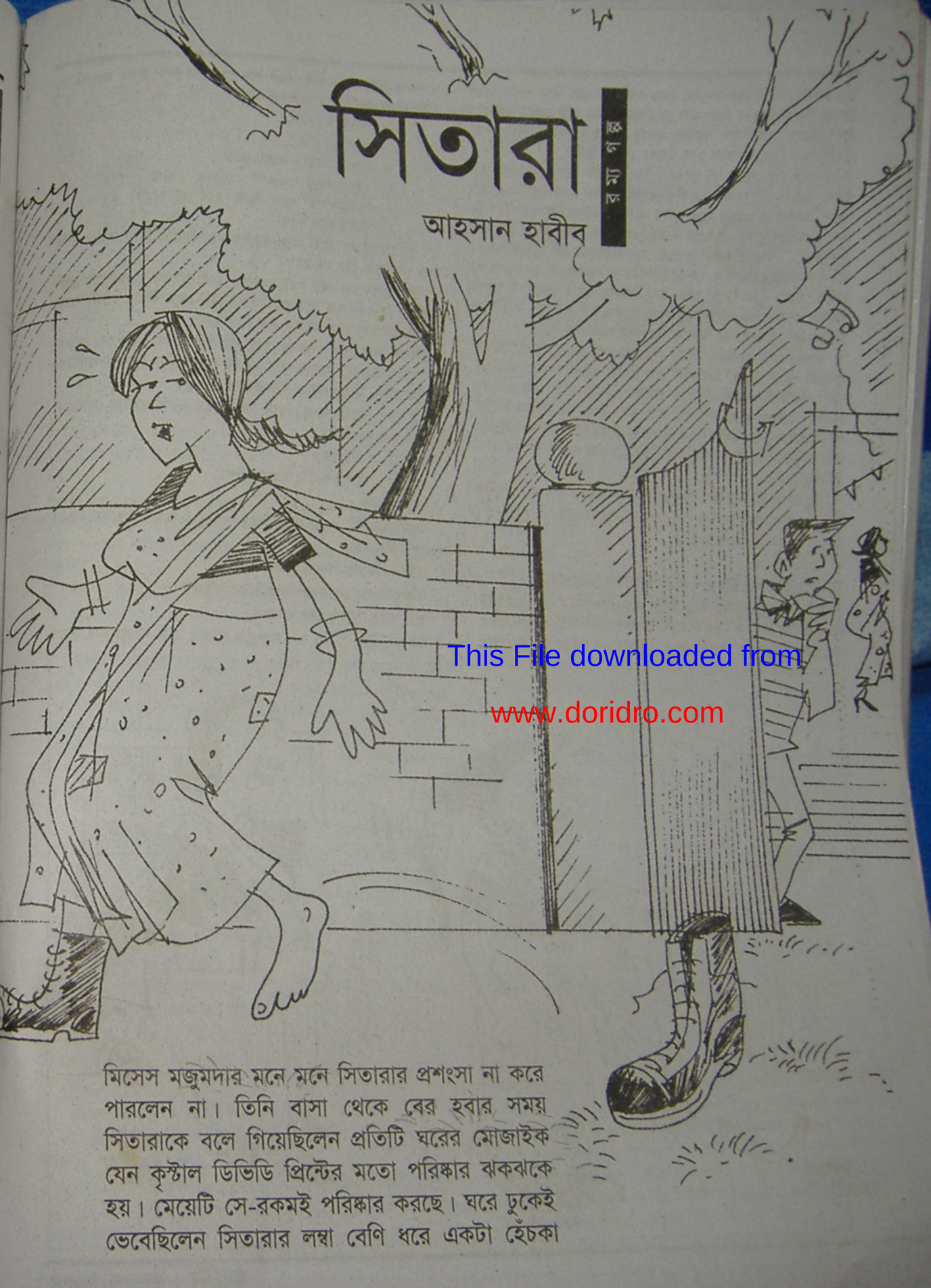

This File downloaded from
www.doridro.com

মিসেস মজুমদার মনে মনে সিতারার প্রশংসা না করে পারলেন না। তিনি বাসা থেকে বের হবার সময় সিতারাকে বলে গিয়েছিলেন প্রতিটি ঘরের মোজাইক যেন কৃস্টাল ডিভিডি প্রিন্টের মতো পরিষ্কার ঝকঝকে হয়। মেয়েটি সে-রকমই পরিষ্কার করছে। ঘরে ঢুকেই ভেবেছিলেন সিতারার লম্বা বেণি ধরে একটা হেঁচকা

This File downloaded from
www.doridro.com

টান দিবেন। সেটা পারলেন না, কিন্তু ওর বেণি ধরে দিনে গোটা দুয়েক বেমক্কা হেঁচকা টান না দিলে মনে হয় দিনটাই যেন মাটি হলো। তারপরও একটা ঘরের ফ্যান কেন খামাকা খামাকা চলছে এজন্য বাজখাই গলায় একটা ধমক দিয়ে বাথরুমে ঢুকে গেলেন গোসল করতে।

মিসেস মজুমদারের দুই মেয়ে— রীমা, রীপা। তাদের একজন পড়ে উড়ায়, আরেকজন কোড়ায়। তৃতীয় মেয়েটি সিতারা। যার বেণী ধরে দিনে অন্তত একবার টারজানের মতো লটকি না দিলে মিসেস মজুমদারের পেটের ভাত হজম তো দূরের... আগের দিনের হজম হওয়া ভাত পুনরায় চাল হতে শুরু করে...। সিতারা অবশ্য কাজের মেয়ে হিসেবেই এই বাড়িতে আছে। যদিও কানাঘুষা শোনা যায়, সে আসলে মিসেস মজুমদারের আগের পক্ষের স্বামীর মেয়ে। রীমা-রীপার মতো উড়া-কোড়ায় পড়ার সুযোগ না হলেও নিয়মিত সোডা দিয়ে গাদাখানেক কাপড় ধুতে হয় সিতারাকে। আর সাথে উদয়াস্ত ফ্রি রান্নাবান্না, ঘর ঝাট, বাসনকোসন মাজা তো আছেই!

আজও তাই করছিল। রীমার দুটো জিনসের প্যান্ট, রীপার তিনটে জিনসের প্যান্ট ধুচ্ছিল, আর সেই সঙ্গে ফ্রি ফ্রি ডজনখানেক মেয়েলি টি-শার্ট। যথারীতি আজকেও রীপার প্যান্টের পকেটে দুটো প্রেমপত্র পেল সিতারা। একবার ভাবল খালাম্মার কাছে জমা দিবে। তা না করে নিজের শাড়ির আঁচলে বেঁধে রাখতে যাচ্ছে ঠিক তখনই খালাম্মার চিৎকার, এই ওটা কিরে? খালাম্মা যে কখন পিছে এসে দাঁড়িয়েছে টের পায় নি সিতারা।

কিছু না।

কিছু না মানে! ওটা কী? নিশ্চয়ই জিন্সের প্যান্টের পকেটে ওরা ভুলে টাকা রেখেছিল, সেটাই মারার তাল করছিস... হারামজাদি...

না, আপনি যা ভেবেছেন তা না।

তাহলে কী?

নিন পড়ুন। বলে সিতারা রীপার প্রেমপত্রটা এগিয়ে দেয়।

মিসেস মজুমদার চিঠি হাতে নিয়ে পড়ে ফেললেন। হ্যাঁ, প্রেমপত্রই বটে। রীপাকে লিখেছে কোনো ছেলে। হাতের লেখা কাকের ঠ্যাং বকের ঠ্যাং হলেও একটা কথা ছিল, এ যে একেবারে ধনেশ পাখির বাম ঠ্যাং আর হাড়গীলা পাখির ডান ঠ্যাং। চিঠি পড়ে যে মর্মার্থ তিনি উদ্ধার করলেন তা হলো ছেলে একটি লিস্ট পাঠিয়েছে—

১. ক্যানন ল্যাপটপ।
২. ক্যাশ দুই লাখ।
৩. বসুন্ধরা সিটিতে একটা ফ্ল্যাট।
৪. সম্ভব হলে একটা প্রোটন সাগা গাড়ি (লাইসেন্সের খরচ দিতে হবে না, সেটা সে নিজেই করে নিবে)।

এ জিনিসগুলো তাকে দিলে রীপাকে নয়, রীমাকে বিয়ে করতে রাজি আছে। গ্যারান্টি তিন বছরের।

বিনা মেঘে না, মেঘ সহই বজ্রপাত হলো মিসেস মজুমদারের বন্ধ্যা তালুতে। তিনি চিৎকার করে ছুটে গেলেন ছোট মেয়ে রীপার ঘরের দিকে, তার জানতে হবে কোন ছেলের এত বড় সাহস!

রীপা তখন তার বিছানায় শুয়ে দুই গালে শসা, কপালে ঢেড়শ, থুতনিতে গাজর আর মাথায় দুটো ফার্মের মুরগির ডিম (অবশ্য ফাটিয়ে) নিয়ে শুয়েছিল, মায়ের হুঙ্কারে উঠে বসল।

কী হলো, ষাঁড়ের মতো চেঁচাচ্ছ কেন? সবে একটা হারবাল ফেসিয়াল ট্রিটমেন্ট শুরু করেছিলাম...

এ চিঠি কে লিখেছে?

বুলশিট... বজলুর চিঠিটা পকেটে ছিল!

এর মানে কী?

মানে আর কী, পড়েই তো বুঝতে পারছ তোমার মেয়েদের বিয়ের বাজারের কী অবস্থা!

আমি এ ছেলের বিরুদ্ধে মামলা করব।

লাভ নেই মা, ওর বাবা এক জাদরেল ল'ইয়ার।

ওকে আমি জেলের ভাত খাওয়াব।

উফ মা, প্লিজ চেঁচিও না। বজলুকে জেলের ভাত খাওয়ানোর আগে

আমাদের ভাত দাও তো... ক্ষিধে পেয়েছে।... আর ফর ইওর কাইন্ড ইনফরমেশন জেলে আজকাল নাকি ভাত দেয় না, রুটি দেয় খেতে...

চেঁচামেচি শুনে পাশের ঘর থেকে রীমা উঠে আসে। কী হয়েছে রে?

আর বলো না, ঐ বজলুর লাভ লেটারটা মার হাতে পড়েছে।

বুঝেছি এটা সিতারার কাজ। ও নিশ্চয়ই মার হাতে দিয়েছে। দাঁড়া ওকে আজ রাতে একটা ট্রিটমেন্ট দিতে হবে।

মিসেস মজুমদারের মেজাজ চড়চড় করে চড়তে লাগল। মেয়েদের ওপর রাগটা দ্রুত গিয়ে পড়ল সিতারার ওপর। ওকে প্যাঁদানী না দিলে হচ্ছে না... সকালে বেণি ধরে টানা হয় নি, তারপর থেকেই একটার পর একটা ঝামেলা...

এই যে নবাবজাদি, তোকে কখন বলেছি ভাত দিতে?

(আসলে মিসেস মজুমদার সিতারাকে ভাত দিতে বলেন নি।)

ভাত টেবিলে। সিতারা ঠাণ্ডা গলায় বলে।

মিসেস মজুমদার ভেতরে ভেতরে অবাক হন, একগাদা কাপড় ধুয়ে মেয়েটা কখন ভাত দিল! তিনি উঁকি মেরে দেখেন ডাইনিং টেবিলে সুন্দর করে ভাত দিয়েছে সিতারা! আর ঠিক তখনই দেখেন... না নেই! নেই! টেবিলে আলুর দম নেই! তিনি সকালেই বলে গিয়েছিলেন আলু ভাজি না করে আলুর দম করতে। সিতারা করে নি। পাওয়া গেছে। পাওয়া গেছে!

এই যে নবাবজাদি, আলুর দম করতে বলেছিলাম যে। কই?

সিতারা জিভে কামড় দেয়। তাই তো ভুলে গিয়েছে সে।

মিসেস মজুমদার গুলির বেগে ছুটে আসেন চড় কষাতে (কিংবা বেণি ধরে হেঁচকা টান দিতে) ডান হাত ঘুরিয়ে ছুড়েও দেন চড়টা। কিন্তু এক সেকেণ্ডের ১০০ ভাগের ১ ভাগের মধ্যে চট করে মাথাটা সরিয়ে নেয় সিতারা... মিস ফায়ার! ব্যালেন্স হারিয়ে স্লো মোশনে পিছলা মেঝেতে সশব্দে আছড়ে পড়েন মিসেস মজুমদার। আছড়ে পড়ার দুই সেকেন্ড আগে তার মনে হয়, সিতারাকে ক্রিস্টাল ডিভিডি প্রিন্টের মতো মেঝেটা পিছলা করতে বলাটা বিরাট ভুল হয়েছে।

মায়ের গগনবিদারী চিৎকার শুনে দু'বোন ছুটে এসে দেখে মেঝেতে পড়ে আছেন মিসেস মজুমদার। সিতারা পাশে দাঁড়ানো।

কী হলো মায়ের? রীপা জানতে চায়।

আমাকে মারতে এসে আছড়ে পড়েছেন।

কেন?

মারতে আসলেন কেন! কী করেছিলে তুমি?

আলুর দম বানাতে বলেছিলেন। ভুলে গিয়েছিলাম, এখন খালাম্মা নিজেই... পা পিছলে আলুর দম।

হাসি চাপার চেষ্টা করেও পারে না সিতারা। শেষের বাক্যটি যেন শুধু সে নিজে শুনতে পায় এমনভাবে বলে সিতারা। কিন্তু তা শুনে ফেলেছে রীমা-রীপা দুজনেই।

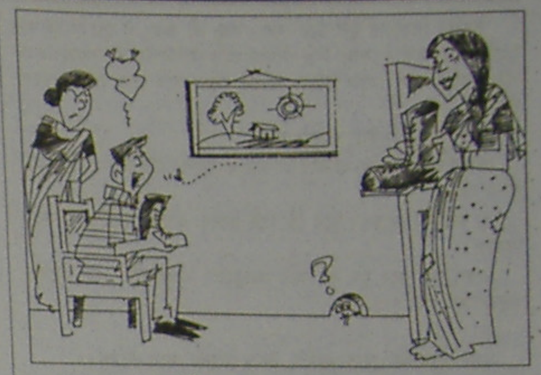

তবে রে হারামজাদি... আমার মা সংসারের জন্য খেটে দম ফেলার সময় পায় না... আর তাকে আলুর দম বানানোর ষড়যন্ত্র? সিতারার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দু'বোন।

দু'বোন মিলে যখন সিতারার এক কোটি চুলের মধ্যে লাখ দশেক টেনে তুলে ফেলেছে তখন কোমরে হাত দিয়ে কোনো মতে উঠে দাঁড়িয়েছেন মিসেস মজুমদার। এই হাউকাউয়ের মধ্যে তিনি শুনলেন দরজার কড়া নাড়ার শব্দ। নিজেই গিয়ে দরজা খুলে দেখেন, টিভি তারকা জাহিদ হাসান হাসিমুখে দাঁড়িয়ে।

স্লামালিকুম আন্টি।

কী ব্যাপার!

আন্টি ডাকায় শুরুতেই মেজাজ খারাপ হয়ে যায় মিসেস মজুমদারের। তার এমন কোনো বয়স হয় নি যে আন্টি ডাকতে হবে।

আপনার কমোড পরিষ্কার আছে তো?

এবার ব্যাপার বুঝলেন আন্টি মিসেস মজুমদার! এতক্ষণ খেয়াল করেন নি জাহিদ হাসানের হাতে একটা হারপিক, পেছনে টিভি ক্যামেরা।

ধন্যবাদ, আমাদের কমোড পরিষ্কার আছে।

আপনি সিওর?

ওভার সিওর, আপনারা যেতে পারেন।

ঠিক তখনই সিতারার আর্তচিৎকার শোনা গেল। জাহিদ হাসানের সঙ্গের ক্যামেরাম্যান ভাবল, আরে এই তো চান্স, ক্রাইমওয়াচের জন্য ফাও কিছু রেকর্ডিং করে নিয়ে গেলে কেমন হয়? সে জাহিদ হাসানকে চোখ দিয়ে ইশারা করল। ইশারার অর্থ— আপনি গাড়িতে যান, আমি আসতেছি।

কী ব্যাপার হারপিক ভায়েরা, আপনাদের না চলে যেতে বললাম!

দেখুন ভেতরে একটা নারী কণ্ঠের চিৎকার শুনলাম...

এটা আমাদের ঘরোয়া ব্যাপার।

মনে হচ্ছে নারী নির্যাতন হচ্ছে... আমরা ক্রাইম ওয়াচের পক্ষ থেকে ব্যাপারটা কভার করতে চাই।

কী বলছেন! আপনারা না হারপিক নিয়ে এলেন?

এখন ক্রাইমওয়াচ... প্লিজ ঢুকতে দিন।

খবরদার!

আমরা কিন্তু পুলিশকে জানাব।

মহা ঝামেলা করে মিসেস মজুমদার ক্যামেরাম্যানকে শেষ-মেষ বিদায় করলেন। তারপর ঘরে এসে দেখেন, একটু আগে তিনি যেখানে শুয়েছিলেন সেখানে সিতারা শুয়ে! মাথার একদিকে ফুলে আছে, চোখের নিচে জখম। চুলও গোছায় গোছায় নেই, ঠোঁট ফেটে রক্ত ঝরছে! চোখ উল্টে পড়ে আছে, বোধহয় জ্ঞান হারিয়েছে। মিসেস মজুমদার ভেতরে ভেতরে তার দুই মেয়ের ওপর বিশেষ প্রীত হলেন। আর তখনই কোমরটা টনটন করে উঠল। 'ও মাগো' বলে কোনোমতে চেয়ার ধরে বসে পড়লেন।

পরদিন সিতারার জ্বর উঠে গেল। কিন্তু কী করা, ঐ জ্বর নিয়েই ঘর মুছছিল সে। মাথার ফোলা কিছু কমেছে তবে ঠোঁটটা টন টন করছে! এমন সময় কলিং বেল বেজে উঠল। দরজা খুলে দেখে এক সুদর্শন তরুণ দাঁড়িয়ে।

কাকে চান? সিতারা জানতে চায়।

তরুণ কথা বলে না, হা করে তাকিয়ে থাকে সিতারার দিকে। মানুষ এত সুন্দর হয়!

হা করে কী দেখেন? মুখে তো মাছি ঢুকবে! রাগের চোটে বলে ফেলে সিতারা।

তরুণ খপ করে মুখ বন্ধ করে অপ্রস্তুতের মতো বলে, এটা মিসেস মজুমদারের বাসা না?

হ্যাঁ।

আমি আমেরিকা থেকে এসেছি, উনার বোনের ছেলে রুবেল।

ভেতরে যান। বলে দরজা থেকে সরে দাঁড়ায় সিতারা।

রুবেল মুগ্ধ চোখে সিতারার দিকে তাকিয়ে ঢুকতে গিয়ে ময়লা পানি ভরা বালতিতে উষ্টা খেয়ে মেঝেতে সশব্দে আছড়ে পড়ে। শব্দ শুনে ছুটে আসেন মিসেস মজুমদার।

এ-কী! রুবেল না? মেঝেতে শুয়ে কী করছ?

না না কিছু না, হঠাৎ ব্যালেন্স হারিয়ে...। হ্যাঁ খালা আমিই রুবেল।

কবে এলে?

এই তো এক সপ্তাহ হলো।

আসো আসো ভেতরে আসো... ওরে রীপা রীমা, দেখ কে এসেছে।

রীপা-রীমা ছুটে এসে দুদিক থেকে দুজন রুবেলের হাত চেপে ধরে।

রুবেল ভাইয়া, কবে এলে?

কী এনেছ আমাদের জন্য?

কিছুই আনি নি... আমি এসেছি দাওয়াত করতে, পরশু তোমরা সবাই এসো... আমাদের বাসায় পার্টি, গান বাজনা হবে।

বুঝেছি। খালা গম্ভীর হয়ে যান।

কী বুঝেছেন খালা?

তোমার বিয়ের কথাবার্তা চলছে না?

না না, যা ভাবছেন ঠিক তা নয়। ঐদিন আমি আমার সব বান্ধবীদের ডেকেছি, একটা পার্টির মতো হবে, বিদেশে আমরা এরকম করি মাঝেমধ্যে...

তারপর?

তারপর...। লাজুক হাসে রুবেল। চোখ নামিয়ে তাকায় ময়লা কাপড় দিয়ে মেঝে পরিষ্কার করছে যে মেয়েটি তার দিকে। সিতারাও তাকায়। চোয়াল ঝুলে পড়ে রুবেলের। ফের হা হয়ে যায় তার মুখটা।

ব্যাপারটা খেয়াল করে পিত্তি জ্বলে ওঠে রুবেলের খালা ওরফে মিসেস মজুমদারের। তিনি বলেই ফেলেন, দেখো বাছা, এটা তোমার আমেরিকা না। এখানে দিনেদুপুরে মশা-মাছি ঘুরে বেড়ায়। মুখটা বন্ধ কর, ডেঙ্গু মশা একটা ঢুকলে আর আমেরিকা ফিরে যেতে হবে না।

অপ্রস্তুত রুবেল মুখ বন্ধ করে উঠে দাঁড়ায়। সে হালকার উপর পাতলা মাইল্ড করেছে। গম্ভীর হয়ে বলে— আপনারা পরশু আসবেন। সম্ভব হলে ঐ মেয়েটিকেও নিয়ে আসবেন, কারণ আমার কাছে ধনী-গরীব সব সমান। পুঁজিবাদী দেশে থাকলেও আমি সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী... দুনিয়ার মজদুর এক হও!

মিসেস মজুমদারের সন্দেহ হয়, ডাবল এমবিএ করে কি রুবেলের মাথাটা খারাপ হয়ে গেল! বেশি ব্রিলিয়ান্ট ছেলেরা আবার একটু আকুল টাইপের হয়। তা হোক। রীপার সঙ্গে ওকে মানাতো ভালো। দেখা যাক পরশু দিন রুবেলদের বাসায় যাওয়া তো হোক আগে তারপর দেখা যাবে কোথাকার পানি কোন ডিপ ফ্রিজে গিয়ে জমে বরফ হয়!

পরদিন চলে আসতে বেশি সময় নিল না। মিসেস মজুমদার দুই মেয়েকে বিউটি পার্লার থেকে দেড় ইঞ্চি পেইন্ট ব্রাশে ডাউনলোড করিয়ে নিয়ে গিয়ে হাজির হলেন রুবেলদের বাসায়। গিয়ে দেখেন এলাহী কাণ্ড। অপ্সরী কিন্নরী তন্বী নানা বয়সের তরুণী, সবই নাকি রুবেলের বান্ধবী...!

ওদিকে খালি বাসায় সিতারা টিভি দেখছে। এমনিতে টিভি দেখার উপায় নেই। খালি বাসা হলে চুরি করে মাঝে মধ্যে দেখে। তার প্রিয় অনুষ্ঠানটা রিমোট কন্ট্রোল দিয়ে খুঁজছিল এসময় কেউ একজন দরজায় নক করল। ভেতর থেকে চেঁচাল সিতারা, কে?

আমি রিন্টু।

রিন্টু পাশের বাড়ির ছোট্ট একটা ছেলে। মাঝে মধ্যে এসে সিতারার সঙ্গে গল্পগুজব করে। সিতারা দরজা খুলল।

কী খবর রিন্টু?

এ বাসায় রুবেল ভাইয়া এসেছিল না?

রুবেল কে?

আরে ঐ যে আমেরিকা থেকে এসেছে, রীপা রীমাপুর কাজিন...

ও ঐ সাদা তেলাচোরাটা?

সাদা তেলাচোরা বলছ কেন?

লোকটা এত ফর্সা যে দেখলে সাদা তেলাচোরার কথাই মনে হয়...

আচ্ছা এখন বলো, কেন ওকে খুঁজছ?

ঐ রুবেল ভাইদের বাসায় আমাকে পৌঁছে দেবে?

আমি চিনি না তো ওদের বাসা!

আমি চিনি, এই রাস্তাটা পার হলেই... রাস্তাটা পার করে শুধু ওদের গেটে পৌঁছে দিলেই হবে।

ঠিক আছে, কিন্তু...

কিন্তু?

আমার যে স্যান্ডেল নেই, খালি পায়ে যাব?

দাঁড়াও, তোমার জন্য জুতা বা স্যান্ডেল একটা কিছু নিয়ে আসি আমাদের বাসা থেকে।

রিন্টু ছুটে বের হয়ে গেল। কিছুক্ষণ বাদেই ফিরে এলো এক জোড়া বুট জুতা নিয়ে।

কী বলছ, শাড়ির সঙ্গে আমি বুট জুতা পরব?

কী করব বলো, বাসায় তালা মেরে সবাই যে ঐ বাসায় চলে গেছে... দারোয়ান চাচার বুট জোড়াটা চুরি করে আনলাম। এটাই পরে ফেল। শাড়ি দিয়ে ঢাকা থাকলে কেউ টের পাবে না!

ঠিক আছে! বিষণ্ন সিতারা ময়লা শাড়ির সঙ্গে বুটজোড়া পরে নিল। তারপর দুজন বেরুল।

রুবেলের কিছুই ভালো লাগছিল না। জমজমাট পার্টি, চারদিকে তরুণীদের ছড়াছড়ি, কিন্তু তার চোখ যেন কাকে খোঁজে। আর ঠিক তখনই তার চোখে পড়ে গেটে দাঁড়ানো একটা মেয়ে। ছুটে বের হয় সে, এই তো তার সেই স্বপ্নে দেখা কাঙ্ক্ষিত নারী। কিন্তু এ-কী, গেটের কাছে এসে দেখে খালি একটা বুট পড়ে আছে! আর কেউ নেই!

বেশ ক'দিন পর। মিসেস মজুমদারের বাসায় এলো রুবেল। রীপা-রীমা ছুটে এলো। মিসেস মজুমদারও এলেন।

কী খবর রুবেল? তোমার হাতে ওটা কী?

জুতা, বুট জুতা।

আরে তাই তো, একপাটি বুট জুতা দেখছি। তা ওটা হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন?

আমি জানতে চাই এই বুট জুতা কার পায়ের?

আমি বোধহয় জানি। রীপা বলে।

কার? রুবেল আগ্রহী হয়ে ওঠে।

রিন্টুদের বাসার দারোয়ানের। ও বলছিল ওর বুট জোড়া চুরি গেছে। আপনার কাছে দেখছি একপাটি, আরেক পাটি কার কাছে?

আমার কাছে।

সবাই তাকিয়ে দেখে আরেক পাটি বুট হাতে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে সিতারা। ঠাস্ করে রুবেলের হাত থেকে বুটটা পড়ে যায়। চোয়াল ঝুলে পড়ে রুবেলের। মুখটা হা হয়ে যায়। আর সেই ফাঁকে একজোড়া ডেঙ্গু মশা...

গল্পটা এখানে শেষ হলেই বোধহয় ভালো হতো। কিন্তু হায় শেষ হইয়াও যেন হইল না শেষ!

সাত বছর পরের কথা। আমেরিকার মান্টানা স্টেটের ইয়েলোস্টোন ন্যাচারাল পার্কে এক উইক অ্যান্ডে ক্যাম্প ফায়ার করতে গিয়ে সামান্য একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে রুবেল-সিতারার সংসারে দাউদাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে টেংরাটিলা গ্যাস ফিল্ডের মতো। ওখান থেকেই বৈরী সম্পর্কের সূত্রপাত। তার এক মাস পর ছাড়াছাড়ি।

সিতারা থাকে এখন ডালাসে। নিজেই একটা 'ওরিয়েন্টাল ফ্যাশন হাউজ' দিয়েছে, পাশাপাশি মডেলিংও করে। বেশ ভালোই আছে সে। সিতারা এখন মোটামুটি হিট মডেল। ওদিকে সিতারার এক্স হাজব্যান্ড ড. ইয়াজউদ্দীন ওরফে রুবেল এখন দেবদাস, মুখের খোঁচা খোঁচা দাড়ি লম্বা হতে হতে তালেবান ফর্মে চলে গেছে। সে ঠিক করেছে এই স্বৈরণী দেশে আর থাকবে না, নিজের দেশে ফিরে গিয়ে দেশ ও দশের সেবায় লেগে পড়বে। তার বন্ধুবান্ধবরা দু'একজন যাও আছে তারা তাকে পরামর্শ দিয়েছে— যাওয়ার আগে দাড়িটা অন্তত কেটে যাও, না হলে পুলিশ রিমান্ডে নিয়ে গিয়ে আল মোজাহেদিন বলে এমন 'বেদম জিজ্ঞাসাবাদ' করবে যে তখন সে বুঝবে... প্যাঁদানী কত প্রকার ও কী কী! দেশের অবস্থা ভালো না।

রুবেল অবশ্য বন্ধুদের কথায় গুরুত্ব দেয় না। একদিন থাই এয়ার-এর প্লেনে চড়ে বসে। বিদায় আমেরিকা। মাথা ঘুরিয়ে প্লেনের জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখে— বিরাট একটা বিলবোর্ড, সেখানে জিন্স টি শার্ট আর বুট পরে দাঁড়িয়ে আছে অতি আধুনিক এক নারী। হঠাৎ আঁতকে উঠে রুবেল, আরে এ তো সিতারা! রুবেলের চোখ আটকে যায় বুটজোড়ার উপর। আরে এ যে সেই বুট!

ওদিকে ডালাসে সিতারার ওরিয়েন্টাল ফ্যাশন হাউজে শুরু হয়েছে 'সিল্ভেলা নাইট'। দামি দামি সব পোশাক বিক্রি হচ্ছে। হাজার ডলারের নিচে কোনো ড্রেস নেই। এক মার্কিন তরুণী এসে ধরল সিতারাকে, আচ্ছা তোমার এগুলো কি সেই ক্লাসিক স্টোরির সিল্ভেলার ড্রেস?

হ্যাঁ ঐ আদলেই এসব তৈরি করা হয়েছে। তবে এগুলো সব সত্যি সিল্ভেলার ড্রেস!

আচ্ছা এগুলো তো সব দামি দামি। কম দামি কিছু নাই?

আছে, সেক্ষেত্রে সিল্ভেলার প্রথম ড্রেসটা নিতে পার, দাম কম পড়বে।

কত পড়বে?

মাত্র ১০০ ডলার।

বলো কী, এত কম! আমি নিব।

বেশ অপেক্ষা কর।

বলে সিতারা চলে গেল। একটু পর একটা ময়লা ছেঁড়া শাড়ি নিয়ে ফিরল। সাথে তার থেকেও ময়লা একটা ত্যানা।

এই ড্রেস?

হ্যাঁ।

এটাই সত্যি সিল্ভেলার প্রথম ড্রেস?

হ্যাঁ।

আর এই ময়লা কাপড়টা কেন?

ওটা তোমাকে ফ্রি দিলাম। ওটা দিয়ে সিনড্রেলা প্রতিদিন সৎ মার ঘর মুছতো।

বলো কী! অ্যাক্সাইটিং! আমি দুটোই নিব।

মাত্র ১০০ ডলার।

কোনো ব্যাপার না।

তরুণী ১০০ ডলার বের করে দিল।

সিতারা তালি দিতেই দুটো মেয়ে ছুটে এসে মেশিনের মতো বলল, ইয়েস ম্যাডাম?

উনাকে এ দুটো সুন্দর করে প্যাক করে দাও।

ইয়েস ম্যাডাম।

ভালো কথা, তোমাদের মা কেমন আছেন?

ওনাকে একটা মেন্টাল ক্লিনিকে ভর্তি করিয়ে দিয়েছি।

শুড, টাকা নিয়ে ভেব না, লাগলে বলো...

জি জি।

ছুটে বেরিয়ে গেল মেয়ে দুটি। ওহো বলাই হয় নি। সিতারা তার সৎ বোন রীপা-রীমাকে আনিয়ে নিয়েছে দেশ থেকে। প্রতিষ্ঠানে দু'একজন নিজের লোক না থাকলে প্রতিষ্ঠান চালানো কঠিন।

পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরায় সিতারা। মুখের ধোঁয়াটাকে একটা রিং বানিয়ে ছুড়ে দেয় শূন্যে। রিং সে ভালো বানায়। রিংটা একটা গোল পৃথিবীর মতো শূন্যে ভাসতে ভাসতে হঠাৎ মিলিয়ে যায়! ■

অলংকরণ : আহসান হাবীব

This File downloaded from www.doridro.com